সম্পাদক পরিচিতি

মোহাম্মদ রাজা খান ২০০০ সালে ১৫ ই সেপ্টেম্বর নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা থানায় পাইলাটি গ্রামে সোয়াই নদীরপাড়ে একজন দরিদ্র কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ আবুল কাশেম খান ও মাতা মোচ্ছাঃ ফিরোজা খাতুন।
প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় শালচাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং ২০১৭ সালে হিরনপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন ও ২০১৯ সালে নন্দিপুর কারিগরি এবং বাণিজ্যিক কলেজ থেকে এইসএসসি পাস করেন। শিক্ষাবর্ষ ২০১৯-২০ সেশনে তিনি মোহনগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে অনার্স ভর্তি হন। তার লেখাপড়ার প্রধান হাতিয়ার হল বড় ভাই মোহাম্মদ মোবারক হোসেন খান। অষ্টম শ্রেণী থেকে তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধ লেখা শুরু হয় এবং তাঁর বড় কাকা মোহাম্মদ আব্দুল গফুর খান উৎসাহ দেন। তিনি কাজী নজরুল ইসলামকে অনুসরণ করেন।

জলের বুকে চিতা

মো. রাজা খান
সানজিদা আক্তার মুক্তা
সম্পাদিত

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

ISBN: 978-984-36-0941-0

জলের বুকে চিতা

মো. রাজা খান
সানজিদা আক্তার মুক্তা
সম্পাদিত

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

উৎসর্গ

কাব্যগ্রন্থের সকল কবিদের শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতাকে

ভূমিকা

কবিতা সবসময়ই মানুষের মনের গভীরতম অনুভূতির প্রকাশ। এটি কখনো আনন্দের, কখনো বেদনার, কখনো আবার ভাবনার গভীর কোনো তরঙ্গের প্রতিচ্ছবি। “জলের বুকে চিতা” কাব্যগ্রন্থটি এমনই এক সৃজনশীল ভুবন, যেখানে জল আর আগুনের মতো বিপরীত দুই প্রাকৃতিক উপাদানের প্রতীকী ব্যবহার দিয়ে জীবনের নানা দ্বন্দ্ব, আবেগ, ও সংগ্রামের ছবি আঁকা হয়েছে।

এই কাব্যগ্রন্থে কবি তার শব্দের জাদুতে বাস্তবতা আর কল্পনার সীমানাকে একাকার করেছেন। “জল” এখানে শান্তি, স্থিতি, ও জীবনের প্রতীক; আর “চিতা” হলো উত্তেজনা, জ্বলন্ত সংকল্প, ও ধ্বংসের রূপক। জীবন যেমন কখনো কোমল স্রোতের মতো এগিয়ে চলে, আবার কখনো কঠিন পরিস্থিতির আগুনে দগ্ধ হয়—ঠিক তেমনই এই কবিতাগুলো আমাদের জীবনের বিভিন্ন রূপকে গভীরভাবে তুলে ধরে।

“জলের বুকে চিতা” শুধুমাত্র একটি কাব্যগ্রন্থ নয়, এটি একটি আবেগময় যাত্রা। প্রতিটি কবিতায় কবি যেন পাঠককে ডেকে নিয়ে যান জলের নিচে লুকানো রহস্যময় জগতে কিংবা চিতার জ্বলন্ত শিখায় আলোকিত এক নতুন ভাবনায়। প্রেম, প্রকৃতি, বেদনা, ও আত্মদর্শনের মতো নানামুখী বিষয় এই গ্রন্থে উঠে এসেছে অনন্য শৈল্পিকতায়।

এই কাব্যগ্রন্থটি পাঠকের অনুভূতিকে আলোড়িত করবে এবং তাকে ভাবনার গভীর স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আশা করি, পাঠক “জলের বুকে চিতা” কাব্যগ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে নতুন এক অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন এবং কবিতার আঙ্গিকে জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাবেন।

— মোঃ রাজা খান
সম্পাদক,
“জলের বুকে চিতা” কাব্যগ্রন্থ

সূচিপত্র

কবিতা অংশ	
মেহেদী হাসান পিয়াস	৮ – ১৩
শেখ মিনহাজ	১৪ – ১৭
সৈয়দ আহমদ খান	১৮ – ২৩
সানজিদা আক্তার মুক্তা	২৪ – ৩২
সুজন রাজ	৩৩ – ৩৭
মো. রাজা খান	৩৮ – ৫৬
ফাতেমা তুজ জোহরা লিজা	৫৭ – ৫৯
গল্প অংশ	
দুঃখী মায়ের গল্প	৬০ – ৬১
বিশ্বাসের ঘরে ছলনার দেওয়াল	৬২ – ৬৪

নৈস্বর্গিক
মেহেদী হাসান পিয়াস

কে তুমি?
নাম, পরিচয় টা জানতে কি পারি?
জ্বি, আমি নিসর্গ প্রেমী
সোয়াই নদের পাড়েই মোর বাড়ি।
বেশ খানিক ক্ষণ হয় দেখিনু চাহি,
ঘাপটি দিয়ে বসিছো কামধান্দা ছাড়ি?

ভাবিনু পথিক, কিন্তু সেও তো নহে!

আচ্ছা! কেশ তো মাথায় বেশ?
নাকের ডগায় চশমা বটে
চোয়ালে খোঁচা-দাঁড়ির রেশ,
হস্তে সংখ্যক মলাটের টুকরো
কাঁধে থলে ঝুলিয়ে চললে কোথা বৎস?
জ্বি, আমি নিসর্গ প্রেমী,
চলেছি অসীমের সন্ধানে,
প্রেম কুড়ানোর অভিযোগে
ক্রোধের বোঝাই হলো মোর ঘাঁড়ে।

বেশ তো আনলে অভিযোগ অজ্ঞাত
সে মুধুমতি মায়াবিনীর তরে?
ভাবিনু তাহায় বাসিতে ভালো,
অভাগী, নরাধমের পরশ গায়ে মেখে!
জ্বি, আমি নিসর্গ প্রেমী,
ভুলেছি তাহায় সর্বস্বে, বিশালাক্ষী
মনের মমতা ত্যাগের বিনিময়ে।
ভিজেছে মন নৈসর্গিকতার আভাসে।

বুকের অ্যালবাম
সৈয়দ আহমদ খান

আমার বুকের এ্যালবামে সাজিয়ে রেখেছি
ভালোবাসার যত শিহরণ
কত শত স্বপ্ন- আশা- মায়া সাজানো,
জীবন স্রোতের অবগাহন।

রেখেছি সাজিয়ে ভোরের শিশির ভেজা-
নরম তুল তুলে নগ্ন পল্লব,
অসংখ্য হৃদয়ের ঢেউ,
লাবণ্যময় কোমরের হর্ষিত মোহনা,
বাঁকে বাঁকে নদীর ভরা যৌবন।

রেখেছি জমা খরচের হিসেব-নিকেশ,
তোমার বেহিসেবি চলার খতিয়ান।
খিস্তি খেউড়, জীবনের অসঙ্গতি,
রেখেছি যৌবনের নীল দ্বীপ শিখা,
আমার না বলা কথার মরীচিকা,
খুঁটে খুঁটে দেখি যখন থাকি একা।

আল্লাহ মহান
সানজিদা আক্তার মুক্তা

মিষ্টি রোদে গাছের ডগায়,
শিশির ভেজা জল।
ফুল কুড়াতে যাবো সখী,
যাই এবার চল।

শিউলি গাছে ফুলে ফুলে,
ভরে গেছে দেখি।
যতই দেখি মুগ্ধ হই,
জুড়াই মনো আখি।

আঁকাবাঁকা নদী পথে,
বাউল মাঝির গান।
মুগ্ধ হয়ে শুনি আমি
মনে বাড়ে টান।

গাছে গাছে পাখির বাসা
মন মাতানো সুর।
ভাবছি আমি, দেখছি বসে
আকাশ কত দূর।

ব্যাকুল হয়ে দেখি আমি
কী কুদরতি দান।
তিনি হলেন সৃষ্টিকর্তা
আল্লাহ মহান।

নির্ধন

মো. রাজা খান

তমিস্র অন্ধিকায় পরে আছি,
ভূজ নাহি কেউ ধরে।
উদন্যায় কন্ধ যাচ্ছে জ্বলে,
মিহির আভাস বাড়ে।

হীনতায় মোর অম্বালা আজ,
দিচ্ছে ভীষণ গালি।
মধুপায়ী দেখি হেঁসে বেড়ায়,
কাকপুষ্ট দেয় তালি।

ধরাতল বুঝি প্রতিপক্ষ,
শশীতে নেই আলো।
উপায়ন এখন বীতি হারা,
তনু হয়েছে কালো।

মনুষ্য দেখি কাঁকর হয়ে,
ভূধর দিচ্ছে পারি।
দেহযষ্টি আমার গম্যতা হারা,
বনিতা হয় অরি।

জলের
বুকে
চিতা

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী
Website: www.ichchashakti.com